চাঁপাইনবাবগঞ্জে এক পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীর অভিযোগ- দুই ছাত্রের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না করায় মেয়র মোখলেসুর রহমান দলবল নিয়ে তাকে মারধর করেন। তবে মেয়র এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

advertisement 3

ভুক্তভোগী সামিউল ইসলাম জেলা শহরের হামিদুল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। তিনি পৌর আওয়ামী লীগের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দপ্তর সম্পাদকও।

advertisement 4

সামিউল ইসলাম জানান, গত বৃহস্পতিবার এসএসসির নির্বাচনী পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগে দুই ছাত্রকে বহিষ্কার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য তদবির করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোখলেসুর রহমান।

সামিউল ইসলাম বলেন, ‘ওই দুই শিক্ষার্থীর পরিবার মেয়রের কাছে তাদের সন্তানদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ জানায়। পৌর মেয়রের নির্দেশে ৮ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তোহিদুল ইসলাম ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শামসুল হক মোবাইল ফোনে আমাকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারে চাপ দেন। এর পর গত শনিবার মোখলেসুর রহমান আমাকে ফোন করে একই তদবির করেন। কিন্তু আমি উনাকে বলি যে, এটি করলে নিয়ম লঙ্ঘন হবে। সঙ্গে এ কথা বলি যে, শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের অনুরোধ বিবেচনা করা হবে। তখন মেয়র আমাকে উত্তেজিত হয়ে বলেন, ‘আমি কে বলছি- এটি কি জানেন। আমি যা বলছি আপনি তাই করবেন।’

ভুক্তভোগী শিক্ষক আরও জানান, মেয়র ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে তার জোছনারা পার্কে ডাকেন। আমি যেতে না চাইলে তিনি আমার অবস্থান জানতে চান। আমি তখন ঢাকা বাসস্ট্যান্ডের আরাফাত বোর্ডিংয়ে ছিলাম। সেখানে কিছুক্ষণ পর দলবল নিয়ে চলে আসেন মেয়র। মেয়রের সঙ্গে থাকা লোকজন আমাকে মারধর শুরু করেন। মেয়রও উত্তেজিত হয়ে আমাকে আঘাত করেন। মেয়রের নির্দেশেই তার পিএস আব্দুল জলিল, ছাত্রলীগ নেতা ফয়সালসহ মেয়রের বাহিনী আমাকে মারধর করে।

ওই স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি শামসুজ্জামান বাবু বলেন, ‘প্রধান শিক্ষক মারধরের বিষয়টি আমাকে জানিয়েছেন। দাপ্তরিক কাজে ঢাকায় থাকায় কোনো ব্যবস্থা নিতে পারিনি। এলাকায় গিয়ে ব্যবস্থা নেব।’

আরাফাত বোর্ডিংয়ের মালিক শরিফুল ইসলাম জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। শরিফুলের বড় ভাই ও পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল জানান, ‘প্রধান শিক্ষককে উদ্ধার করে বাসায় পাঠিয়ে দিই। প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে অভিযোগ করলে দলীয়ভাবে মেয়রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে মেয়র মোখলেসুর রহমান বলেন, ‘কেউ অভিযোগ করলেই তো সত্য হয়ে যায় না। এমন ঘটনায় আমি জড়িত নই।’

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল ওদুদ জানান, ‘প্রধান শিক্ষককে মারধরের বিষয়টি আমি শুনেছি। প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন। প্রত্যেকেরই এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত। যদিও এখন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বলেন, ‘স্কুল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আমাকে কিছুই জানায়নি। তবে জানানো উচিত ছিল।’

15
Shares